চম অধ্যায়

● শিক্ষাগত পরিকল্পনা
[Educational Planning]

যে কোন কাজ করতে গেলে একটি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হল পরিকল্পনা। পরিকল্পনা ঠিকমত করতে না পারলে কোন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে উঠতে পারে না এবং কোন কাজে সাফল্য অর্জন করাও সম্ভব হয় না। কোন ইঞ্জিনিয়ার একটি বাড়ী বা সেতু নির্মাণ করতে গেলে তার আগে একটি পরিকল্পনা করে নেন। কিভাবে কাজটি হবে, কত লোকের প্রয়োজন, কি কি বস্তুসম্পদের প্রয়োজন — সবকিছু আগের থেকে পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। শিক্ষাও একটি জটিল প্রক্রিয়া। এর জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়, মানবশক্তি ও বস্তুসম্পদ ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু এগুলি কিভাবে করা হবে অর্থাৎ ভবিষ্যতের চিন্তা মাথায় রেখে যে কর্মপদ্ধতি স্থির করা হয়, যার দ্বারা শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় এবং উদ্দেশ্যগুলি সার্থকভাবে রূপায়িত করা যায় তাকেই শিক্ষাগত পরিকল্পনা বলা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের মতানুযায়ী নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যকে সামনে রেখে সবচেয়ে ভালভাবে সম্পদের সুসংগঠিত ব্যবহারের পদ্ধতিকে পরিকল্পনা বলা হয় (Planning is considered as a way of organising and utilising resources to the maximum advantage in terms of defined aims)। সেইমত শিক্ষাগত পরিকল্পনা বলতে শিশুদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবরকম উপাদানের বা সম্পদের সুসংগঠিত ও সর্বোত্তম ব্যবহারের পদ্ধতিকেই বোঝানো হয়।

■ শিক্ষাগত পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Educational Planning) ঃ

আমরা আগেই বলেছি যে কোন কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে গেলে একটি পরিকল্পনার প্রয়োজন। যে কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই জাতীয় পরিকল্পনার প্রয়োজন। উন্নত ধরনের শিক্ষাগত পরিকল্পনার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান থাকলে তবেই পরিকল্পনাটি উন্নত — একথা বলা যেতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কয়েকটি হল.—

(১) পরিকল্পনা হবে উদ্দেশ্যমুখী (Objective Orientation) ঃ

কোন একটি বিশেষ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য এবং কতকগুলি উদ্দেশ্যের সার্থক

Scanned with CamScanner

রূপায়ণের জন্যই পরিকল্পনা করা হয়। সুতরাং প্রতিটি পরিকল্পনাই হয় উদ্দেশ্যমুখী। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়ে গেলে পরিকল্পনাটিও পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

(২) পরিকল্পনা হবে যুক্তিধর্মী (Logical) ঃ

প্রত্যেকটি পরিকল্পনার পশ্চাতে কিছু যুক্তি থাকবেই। কেন পরিকল্পনাটি করা হচ্ছে এর উত্তর দিতে গেলেই যুক্তির প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটির পশ্চাতে একটা না একটা যুক্তি আছেই। যেমন — বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলনের বা সর্বশিক্ষা অভিযানের পরিকল্পনা দাঁড়িয়ে আছে নিরক্ষরতা দূরীকরণের যুক্তির উপর ভিত্তি করে।

(৩) পরিকল্পনার মধ্যে থাকবে দূরদৃষ্টি (Far-Sightedness) ঃ

প্রতিটি পরিকল্পনা ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত করা হয়। যে কোন পরিকল্পনা কার্যকরী হলে কি কি ফল লাভ করা যেতে পারে, লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব কিনা — এ সমস্ত চিন্তা আগের থেকেই করে রাখা হয়। এর জন্য দূরদৃষ্টির প্রয়োজন। শিক্ষাগত পরিকল্পনা তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে চরম বা পরম লক্ষ্যের প্রতি উদ্দীষ্ট না হলে তাকে উন্নত পরিকল্পনা বলা যায় না।

(৪) পরিকল্পনা হবে বাস্তবধর্মী (Realistic) ঃ

শিক্ষাগত পরিকল্পনা করতে গেলে দেশে শিক্ষার বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করতে হবে। শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যাগুলির বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা উচিত। অবাস্তব পরিকল্পনা কোন কাজে লাগে না।

(৫) পরিকল্পনা হবে সৃজনধর্মী (Creative) ঃ

পরিকল্পনার একটি সৃজনধর্মিতা থাকা প্রয়োজন। গতানুগতিক ব্যবস্থাতে সবসময় সুফল পাওয়া যায় না। কিন্তু সৃজনশীল পরিকল্পনা যে কোন ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। এর মধ্যে নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়।

(৬) পরিকল্পনা হবে নমনীয় (Flexible) ঃ

পরিকল্পনা অনড় বা অটল হওয়া উচিত নয়। অনেক সময় দেখা যায় কোন পরিকল্পনা বেশ কিছুদূর পর্যন্ত কার্যকরী হওয়ার পর আর কার্যকরী হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে পরিকল্পনাটির কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সে রকম সুযোগ পরিকল্পনার মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। এটিকে পরিকল্পনার নমনীয়তা বলা হয়ে থাকে। বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গেলে পরিকল্পনাকে নমনীয় হতে হবে।

(৭) পরিকল্পনা হবে স্থিতিশীল (Stable) ঃ

পরিকল্পনা নমনীয় হলে তা পরিবর্তনশীল হয়। কিন্তু বারবার পরিবর্তন করলে পরিকল্পনাটি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার মূল চরিত্রটিও নষ্ট হয়ে যায়। তাই পরিকল্পনাকে

Scanned with CamScanner

স্থিতিশীল হতে হবে যদিও এই স্থিতিশীলতা হবে আপেক্ষিক। স্থিতিশীল না হলে পরিকল্পনার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়।

(৮) পরিকল্পনা হবে পরিমিত (Economic) ঃ

পরিকল্পনার মধ্যে অযথা বাহুল্য বা অপ্রয়োজনীয় অংশ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। পরিকল্পনার মধ্যে পরিমিতিবোধ না থাকলে সময় ও শ্রমের অপচয় হয়। পরিকল্পনার মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বা অবাস্তব কোন প্রকল্প যেন অন্তর্ভুক্ত না হয়। তাছাড়া অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে পরিকল্পনাটি ভারাক্রান্ত হলে অর্থব্যয়ও বেশি হয়।

এইসব বৈশিষ্ট্য ছাড়া আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিকল্পনার মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। সেগুলি হল — ব্যাপকতা (Pervasiveness), নির্ভুলতা (Accuracy বা Precision), বিস্তৃতি (Duration), কর্মদক্ষতা (Efficiency) ইত্যাদি। একটি পরিকল্পনার মধ্যে সবগুলি বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকলে ভাল হয়। একটু সতর্কভাবে এবং যত্ন সহকারে পরিকল্পনা রচনা করলে সব বৈশিষ্ট্যগুলিই পরিকল্পনার মধ্যে প্রতিফলিত করা সম্ভব। তবে প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য এবং রূপায়ণ করার সময়সীমার উপর নির্ভর করে পরিকল্পনা রচনা করা উচিত। এই পরিকল্পনাই হচ্ছে সাফল্যের সোপান।

■ শিক্ষাগত পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Educational Planning) ঃ

শিক্ষাগত পরিকল্পনার প্রয়োজন হল প্রধানত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জনের জন্য। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চায় সাফল্য বৃদ্ধি করতে এবং ব্যর্থতা হ্রাস করতে। Input এবং output-এর মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হলে পরিকল্পনার প্রয়োজন। তাছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে কম সময়ে এবং কম পরিশ্রমে সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করতে হলে পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন। উত্তম প্রশাসক প্রথমেই একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে নিয়ে তবেই কাজে নামেন। তাছাড়া উত্তম পরিকল্পনা অর্থের অপচয়ও বন্ধ করে। শিক্ষাগত পরিকল্পনাতে একটা নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি স্থির করে দেওয়া থাকে। সেইজন্য কাজ শুরু করে কিভাবে কাজটি করা হবে, কোথা হতে শুরু করা হবে, এসব নিয়ে অযথা ভাবনা-চিন্তা করতে হয় না। এতে সময় ও শ্রম দুয়েরই সাশ্রয় হয়। যে কোন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হলে কিছু না কিছু আর্থিক ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ব্যয়ের পরিমান নেহাৎ অল্প নয়। উপযুক্তভাবে পরিকল্পনা করা থাকলে সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে বেশি ফললাভের চেষ্টা করা যায়। সুতরাং আর্থিক সাশ্রয় ও আর্থিক অপচয় বন্ধ করার জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। তারপর আসে সময়ের প্রশ্ন। বর্তমান যুগ হল প্রতিযোগিতার যুগ। এখন একে অন্যের চেয়ে এগিয়ে থাকতে চাইছে এবং কম সময়ে কাজ শেষ করতে চাইছে। শিক্ষাক্ষেত্রে যদিও শিক্ষাবর্ষ স্থির করা আছে তবুও পরিকল্পনার অভাবে যেখানে কোর্স শেষ করা যায় না বা সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা যায়

Scanned with CamScanner

না বা পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা যায় না, উপযুক্ত পরিকল্পনা থাকলে সে সমস্ত ত্রুটি দূর করা সম্ভব। তাছাড়া সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি, মূল্যবোধ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বোধ — সবকিছু পরিবর্তিত হয়ে যায়। এইসব পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে পরিকল্পনা গ্রহণ না করা হলে শিক্ষার্থী সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে পারবে না এবং যোগ্য সামাজিক নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হবে না।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষাগত পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। ইংরেজ আমলে ইংরেজ শাসকদের লক্ষ্য ছিল তাদের রাজ্যশাসন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করতে পারবে এমন কিছু কেরানী তৈরী করা। তাদের শিক্ষাগত পরিকল্পনা সেইভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর আমাদের শিক্ষা-চিন্তা পরিবর্তিত হওয়ার ফলে শিক্ষাগত পরিকল্পনা নতুন করে প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এই পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষার সকল দিক অর্থাৎ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার উন্নতি, আর্থিক সংস্থান, নতুন নতুন স্কুল-কলেজের অনুমোদন দান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা করা হয়। তাছাড়া পরিকল্পনাতে কোন্ শিক্ষার উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে তা নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করা হয়। স্বাধীনতালাভের পর সরকারের নিজস্ব পরিকল্পনা তো ছিলই, তার পাশাপাশি শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতি কিভাবে করা সম্ভব তা নিয়ে সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বহু শিক্ষা কমিশন বসানো হয়। এই সমস্ত কমিশন আমাদের দেশের শিক্ষার সামগ্রিক চিত্র পরীক্ষা করেছেন এবং অন্যান্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সঠিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। সেই সমস্ত পরিকল্পনাতে শিক্ষক, ছাত্র, আর্থিক দিক, শিক্ষার পরিকাঠামো, শিক্ষার প্রশাসন কার উপর অর্পণ করা হবে ইত্যাদি নানা দিক সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয় কারণ তাঁরা জানতেন উপযুক্ত ও সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত হতে পারে না এবং শিক্ষার লক্ষ্যে কখনও উপনীত হওয়া যাবে না।

তবুও একথা আমরা স্বীকার করে নিয়েছি, স্বাধীনতালাভের পর যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ বা প্রস্তুত করা হয়েছিল তার মধ্যে বেশ কিছু ত্রুটি ছিল। ঐ সমস্ত পরিকল্পনায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষার সর্বস্তরে ব্যয় বৃদ্ধির উপর। কোঠারী কমিশনের মন্তব্য এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। কমিশনের মন্তব্য হল ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত যে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তাতে বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। ফলে ছাত্রসংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু শিক্ষার গুণগত মানের অবনতি ঘটেছিল। শিক্ষাগত পরিকল্পনা শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার গুণগত মানেরও উৎকর্ষ সাধন করতে চাইবে — অবনতি কখনও কাম্য নয়। এই দিকটা পরিকল্পনাতে চিন্তা করা হয়নি।

Scanned with CamScanner